বাংলা শব্দার্থতত্ত্ব :-

পৃথিবীর যেকোন সভ্য ভাষার সাধারণত দুটি দিক থাকে- ভাষার বাইরের প্রকাশ রূপ ও অন্যটি হল তার ভিতরের ভাব বা অর্থ। ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় ভাষার এই অর্থ সম্পর্কে আলোচনা করা হয় তাকেই শব্দার্থতত্ত্ব বা Semantics বলা হয়। কোন কোন বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানী ভাষার শুধু বাইরের গঠনের উপরে জোর দিয়েছেন, এবং শব্দার্থ কে ভাষাবিজ্ঞানের বহির্ভূত বলে উপেক্ষা করেছেন। তাদের মতে শব্দের অর্থ বা ভাব মানুষের মানসিক প্রক্রিয়ার উপরে নির্ভর করে, এবং যেহেতু মানুষের মনের খেলাকে বিজ্ঞানের সূত্র দ্বারা পুরোপুরি নির্দিষ্ট করা যায় না; সেহেতু শব্দার্থতত্ত্বকে ঠিক বিজ্ঞানের পর্যায়ে ফেলা যায় না। তাই তারা শব্দার্থতত্ত্বকে ভাষাবিজ্ঞানের মধ্যে আনতে কুণ্ঠিত হোন। কিন্তু সাম্প্রতিককালে আব্রাহাম নোয়াম চমস্কি(Abraham Noam Chomsky) নতুন রূপান্তরমূলক সৃজনমূলক (Transformational Generative), ভাষাবিজ্ঞান প্রবর্তন করেছেন তাতে শব্দার্থকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই মতবাদের সমর্থক ভাষাবিজ্ঞানীরা শব্দের অর্থকে ভাষার অভ্যন্তরীণ গঠনের (deep structure) সঙ্গে যুক্ত বলে মনে করেন, তাই তারা অর্থের সংযোগ রেখেই ভাষার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করেন। আমাদের মনে হয় শব্দার্থই হল ভাষার প্রাণ; এই ভাব বা অর্থকে বাদ দিলে ভাষার কোন উপযোগিতাই থাকে না। তাই ভাষাবিজ্ঞানের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হল শব্দার্থতত্ত্ব বা Semantics.

কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার বাইরের কাঠামোর যেমন পরিবর্তন হয়, তেমনই তার ভিতরের অর্থেরও পরিবর্তন হয়। ভাষার ধ্বনিপরিবর্তনের যেমন নানা কারণ আছে তেমনি অর্থপরিবর্তনেরও নানা কারণ আছে। এই কারণগুলিকে আমরা প্রথমত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে থাকি যথা- ১. স্থূল কারণ ও ২. সূক্ষ্ম কারণ। স্থুল কারণগুলিকে আবার তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন- ক. ভৌগোলিক, খ. ঐতিহাসিক এবং গ.উপকরণগত। সূক্ষ্ম কারণগুলিকে আবার নানা ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- ক. সাদৃশ্য খ. মানসিক বিশ্বাস ও ধর্মীয় সংস্কার, গ। শৈথিল্য ও আরামপ্রিয়তা, এবং ঘ. আলংকারিক প্রয়োগ।

শব্দার্থ পরিবর্তনের স্থুল কারণ :-

ভৌগোলিক কারণ :- একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে প্রায় ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বহন করে। যেমন মূলশব্দ 'অভিমান' বাংলার শ্যামল কোমল প্রকৃতিতে যে অর্থ বহন করে তাতে কোমল অনুভূতি স্নেহ 'অনুযোগের' ভাব আছে। কিন্তু পশ্চিম ভারতের শুষ্ক কঠিন কঠোর প্রকৃতিতে 'অভিমান' শব্দের অর্থে সেই কোমলতা নেই, হিন্দিতে সেখানে 'অভিমান' মানে 'অহংকার' বা 'অহংভাব'।

ঐতিহাসিক কারণ :- আদিম কালে পুরুষেরা বিবাহযোগ্যা কন্যাকে হরণ করে ঘোড়ার পীঠে বহন করে নিয়ে যেত। 'বিবাহ' কথাটি এই বিশেষ রূপে বহন করার অর্থেই প্রথমে প্রচলিত হয়। ক্রমে সমাজে এই আদিম বর্বর বিবাহ বিধি অপ্রচলিত হয়ে যায়। আধুনিক সমাজে যেখানে বহন করার প্রশ্ন নেই, এমনকি যেখানে পাত্র ঘর জামাই হয়ে থাকতে পারে, সেখানেও বিবাহ কথাটি প্রযুক্ত হয়; এখন বিবাহ মানে বিশেষরূপে বহন করা নয়, 'বিবাহ' শব্দের বর্তমান অর্থ দাঁড়িয়েছে 'পরিনয়-সূত্র।

উপকরণগত কারণ:- যে উপকরণে কোন বস্তু তৈরি হয় সেই উপকরনের নাম বা ধর্ম অনুসারে অনেক সময় বস্তুটির নামকরণ করা হয়, কিন্তু পরে সেই উপকরণটি পরিবর্তিত হয়ে গেলেও পুরনো নামটি থেকে যায়। সে

ক্ষেত্রে পুরনো নামটির সঙ্গে উপকরণটির যোগ থাকে না, পুরনো নামে নতুন জিনিস কে বোঝায়, অর্থাৎ সেখানে নামটির অর্থ এমন পরিবর্তিত হয়ে যায় যে তাতে নতুন উপকরণে গঠিত বস্তুকে বোঝায়। যেমন- আগে 'কালি' বলতে কালো উপকরণে গঠিত তরল পদার্থকেই বোঝাতো। কিন্তু বর্তমানে লাল, সবুজ, নীল প্রভৃতি উপকরণে গঠিত তরল পদার্থকেও থাকে বোঝাতে থাকে। তাই এখন 'কালি' বলতে শুধু কালো তরল পদার্থকে বোঝায় না, সেই সঙ্গে লাল, সবুজ, নীল, প্রভৃতি রঙের তরল পদার্থকেও বোঝায় ।

শব্দার্থ পরিবর্তনের সুক্ষ্ম কারণ :-

সাদৃশ্য : - সাদৃশ্যের প্রভাবে শব্দের অর্থ পরিবর্তন ঘটতে পারে। এই সাদৃশ্য আবার দু'দিক থেকে হতে পারে– একটি শব্দের ধ্বনির সঙ্গে অন্য ধ্বনির সাদৃশ্য এবং একটি বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুর সাদৃশ্য। 'রোদসী' শব্দের সঙ্গে 'ক্রন্দসী' শব্দের যে আংশিক ধ্বনিগত সাদৃশ্য আছে তারই ফলে 'ক্রন্দসী' শব্দের অর্থ পরিবর্তন ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের হাতে। বৈদিক ভাষায় 'ক্রন্দসী' শব্দের মূল অর্থ ছিল 'গর্জনকারী প্রতিদ্বন্দ্বী সৈন্যদ্বয়' আর বৈদিক ভাষায় 'রোদসী' শব্দের মূল অর্থ 'দুই জগৎ' (স্বর্গ ও পৃথিবী) তা থেকে অর্থ দাঁড়িয়েছে 'অন্তরীক্ষ'। রবীন্দ্রনাথ 'রোদসী' শব্দের সঙ্গে ধ্বনিগত সাদৃশ্য ধরে 'ক্রন্দসী' শব্দটিও 'অন্তরীক্ষ' অর্থে প্রয়োগ করেছেন। আবার একটি জিনিসের সঙ্গে অন্য একটি জিনিসের আকৃতিগত বা প্রকৃতিগত সাদৃশ্য থাকলেও অনেক সময় একটি জিনিসের নাম অন্য জিনিসটি বোঝাবার জন্য প্রযুক্ত হয়। যেমন- যে শস্য থেকে তিল-তেল তৈরি হয় সেই সর্ষের কালো রংয়ের সঙ্গে মানুষের গায়ের চামড়ার ছোট্ট গোল কালো রংয়ের দাগের আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে, তাই ওই দাগটিকেও 'তিল' বলা হয়। এর ফলে 'তিল' কথাটির মূল অর্থের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটেছে। 'তিল' শব্দে শুধু বিশেষ শস্যকে বোঝাত, এখন গায়ের বিশেষ কালো দাগকেও বোঝায়।

মানসিক বিশ্বাস ও ধর্মীয় সংস্কার :- সাধারণ লোকের ধারণা অশুভ বা বিপজ্জনক বস্তুর নাম উচ্চারণ করতে নেই। এই সংস্কারের বসে অনেক সময় অশুভ বিষয়কে বা বিপজ্জনক বস্তুকে শুভ বা শোভন নাম দেওয়া হয়, একে 'সুভাষণ' বলে। এতে নতুন নামটির নতুন অর্থে প্রয়োগ হতে হতে তার অর্থবিস্তার ঘটে বা অর্থপরিবর্তন ঘটে। যেমন- 'মৃত্যু' অর্থে 'গঙ্গা লাভ করা', 'সাপ' অর্থে 'লতা', নিম্ন শ্রেণীর লোককে 'হরিজন' বলা প্রভৃতি।

শৈথিল্য ও আরামপ্রিয়তা :- ভাষা ব্যবহারে শৈথিল্যের বসে অনেক সময় একটা শব্দগুচ্ছের বা শব্দের সবটা ব্যবহার না করে আমরা শব্দটার অংশবিশেষ দিয়ে কাজ চালায়, এতে শব্দটির নতুন অর্থ দাঁড়িয়ে যায়। যেমন- 'সন্ধ্যার সময় প্রদীপ দেওয়া' এই অর্থে 'সন্ধ্যা দেওয়া'।

আলংকারিক প্রয়োগ :- আলংকারিক অর্থে কোনো শব্দ ব্যবহৃত হতে থাকলে অনেক সময় শেষে শব্দটি আলংকারিক তাৎপর্য হারিয়ে গতানুগতিক অর্থেই প্রচলিত হয়ে যায় বা শব্দের কিঞ্চিৎ অর্থ পরিবর্তন ঘটে। যেমন- সন্ধ্যায় ফোটে বলে একটি ফুলকে সন্ধ্যার মনিস্বরূপ কল্পনা করে প্রথমে তাকে আলংকারিক অর্থে 'সন্ধ্যামণি' বলা হয়েছিল। এখন বহু ব্যবহারের ফলে এটি একটি ফুলের সাধারণ নাম হয়ে গেছে। ব্যবসায় ব্যর্থ হওয়া অর্থে 'গণেশ উল্টানো' বা মিথ্যা কথা বলা অর্থে 'গুলমারা' প্রভৃতি এর উদাহরণ।

শব্দার্থ পরিবর্তনের ধারা :- শব্দার্থ পরিবর্তনের ধারা বা প্রকার গুলি হল-

১. অর্থের প্রসার বা সম্প্রসারণ।

২. অর্থের সংকোচন।

৩. অর্থের সংশ্লেষ বা সংক্রম।

৪. অর্থের উৎকর্ষ, বা অর্থোন্নতি।

৫. অর্থের অপকর্ষ বা অর্থাবনতি।

১. অর্থের প্রসার বা সম্প্রসারণ :- যদি কোন শব্দ প্রথমে কোন সংকীর্ণ ভাব বা সীমাবদ্ধ বস্তুকে বোঝায় এবং কিছুকাল পরে সে শব্দটি ব্যাপক ভাব বা অধিকতর বস্তুকে বোঝায়, তবে সেই প্রক্রিয়া কে অর্থবিস্তার বা অর্থের প্রসার বলা হয়। যেমন- ‘কালি’ শব্দের মূল অর্থ ‘কালো রঙের তরল পদার্থ’ কিন্তু এখন ‘কালি’ বলতে বোঝায় যেকোনো রঙের লেখার কালিকেই।

২. অর্থের সংকোচন :- প্রথমে কোন শব্দের অর্থ যদি একাধিক বস্তুকে বা ব্যাপক ভাব কে বোঝায়, এবং কিছুকাল পরে যদি তার অর্থ একাধিক বস্তু বা ব্যাপক ভাবকে না বুঝিয়ে তার মধ্যে একটিমাত্র ভাব বা বস্তুকে বোঝায় তবে সেই প্রক্রিয়া কে অর্থসংকোচ বলে। যেমন- সংস্কৃতে প্রথমে ‘প্রদীপ’ শব্দের অর্থ ছিল ‘সব রকমের আলো’। পরে বাংলায় এর অর্থ দাঁড়ায় সব রকমের আলো নয়, একটি বিশেষ রকমের আলো যা পিতল বা মাটির তৈরি এবং যা তেল ও সল্‌তের দ্বারা আলো দান করে। এখানে ‘প্রদীপ’ শব্দের অর্থসংকোচ ঘটেছে। তেমনি ‘মনুষ্য’ থেকে বাংলায় আগত ‘মুনিস’ শব্দের অর্থ, সর্ব শ্রেণীর মানুষ নয়, একটি বিশেষ শ্রেনির মানুষ অথা শুধুই মজুর শ্রেনি।

৩. অর্থের সংশ্লেষ বা সংক্রম :- সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কোন শব্দের অর্থ যদি এমন ভাবে বদলে যায়, যে মূল বা আদি অর্থের সঙ্গে তার আর কোন মিল বা সম্পর্ক থাকে না; তবে সেই পরিবর্তনকে অর্থের সংশ্লেষ বা অর্থ সংক্রম বলা হয়। যেমন- সংস্কৃতে প্রথমে ‘ঘর্ম’ বলতে বোঝাত ‘গরম’। এখন বাংলায় বোঝাই ‘ঘাম’ বা ‘স্বেদ’। আরো সার্থক উদাহরণ হল সংস্কৃত ‘পাত্র’ যার অর্থ ছিল ‘পান করার আধার’। কিন্তু বর্তমানে বাংলায় ‘পাত্র’ মানে ‘বর’কে বোঝায়। এখানে মূল অর্থের সঙ্গে বর্তমানের অর্থের কোন সংযোগ নেই তাই একে অর্থসংক্রম বলা যায়।

৪. অর্থের উৎকর্ষ বা অর্থোন্নতি :- কোন শব্দের অর্থ যদি এমনভাবে পরিবর্তিত হয়, যে শব্দটিতে প্রথমে যে ভাব বা বস্তুকে বোঝাতো বর্তমানে তার চেয়ে সম্মানিত বা আদিত ভাব বা বস্তুকে বোঝায়; তাহলে তাকে অর্থের উৎকর্ষ অর্থের উন্নতি বলা হয়। যেমন ‘বাতুল’ শব্দের মূল অর্থ ‘বায়ুগ্রস্থ’, ‘উন্মাদ’, বা ‘পাগল’ কিন্তু ‘বাতুল’ থেকে আগত ‘বাউল’ শব্দের অর্থ বিশেষ ‘ধর্মসম্প্রদায়’। তেমনি ‘ভোগ’ শব্দের মূল অর্থ ‘উপভোগ বা খাদ্য সামগ্রী’। কিন্তু দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হলে ভোগ শব্দের অর্থ উন্নতি ঘটে।

৫. অর্থের অপকর্ষ বা অর্থাবনতি :- কোন শব্দের অর্থ পরিবর্তনের ফলে যদি এমন হয় যে শব্দটিতে পূর্বাপেক্ষা হেয় বা তুচ্ছ বিষয়কে বোঝাচ্ছে তাহলে তাকে অর্থের অবনতি বা অপকর্ষ বলে। যেমন- ‘মহাজন’ শব্দের মূল অর্থ ছিল মহৎ ব্যক্তি। কিন্তু এখন 'মহাজন' বলতে বোঝায় সুদখোর ব্যক্তি অথা ঋণ ব্যবসায়ী বা মহাজনী কারবার কারি মানুষকে। এখানে ‘মহাজন’ শব্দের অর্থের অবনতি ঘটেছে।